প্রথম আলো

তারিখ 10 OCT 2008
পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ৬

২৭তম বিসিএসের ফলাফল প্রত্যাখ্যান

মেধাবীদের নিয়োগ, বিচার বিভাগীয় তদন্ত ও চেয়ারম্যানের পদত্যাগ দাবি

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক

২৭তম বিসিএস পরীক্ষার দ্বিতীয় দফা ফলাফলকে 'কলঙ্কজনক' উল্লেখ করে পুরো টনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবি করেছেন প্রথমবার উত্তীর্ণ ও পরেরবার অকৃতকার্য াধিক পরীক্ষার্থী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরাজেয় বাংলার পাদদেশে গতকাল হস্পতিবার মানববন্ধন করে তাঁরা এ দাবি নান। এ সময় তাঁরা প্রথমবার প্রকাশিত লাফলে উত্তীর্ণ ও মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের য়োগ এবং সরকারি কর্মকমিশনের (পিএসসি) য়ারম্যানের পদত্যাগ দাবি করেন।

মানববন্ধন পালনকালে বিভিন্ন দাবিসংবলিত াস্টার ও প্ল্যাকার্ড বহন করেন পরীক্ষার্থীরা। য়েকজন মুক্তিযোদ্ধাও এই মানববন্ধনে অংশ ন। তাঁরা ২৭তম বিসিএস পরীক্ষার দুই দফা ল প্রকাশসহ বিসিএস পরীক্ষা নিয়ে পিএসসির য়ারম্যানের বিরুদ্ধে স্বেচ্ছাচারিতা ও অনিয়মের ভিযোগ তোলেন।

মানববন্ধন শেষে পরীক্ষার্থীরা সাংবাদিকদের লেন, দ্বিতীয় দফায় প্রকাশিত ফলাফলে দেখা াছে, প্রথমবার প্রকাশিত ফলাফলে উত্তীর্ণদের ধ্য থেকে এক হাজার ১৩৭ জনকে বাদ দেওয়া য়েছে, যা শতকরা হিসাবে দাঁড়ায় ৬৩ ভাগে। টাকে স্বেচ্ছাচারী সিদ্ধান্ত বলে উল্লেখ করে তাঁরা লেন, এ ক্ষেত্রে নিয়োগ বিধিমালা ভঙ্গ করে জেলা াটাকে বিভাগীয় কোটায় রূপান্তর করা হয়েছে।

পরীক্ষার্থীরা অভিযোগ করে বলেন, াইনের দোহাই দিয়ে মহিলা ও উপজাতি াটায় ৭১টি পদ সংরক্ষণ, তথ্যগত জটিলতা ও মলার দোহাই দিয়ে মহিলা আটটি পদ সংরক্ষণ খে বিধিবহির্ভূতভাবে আংশিক ফলাফল প্রকাশ রা হয়েছে। পরীক্ষার্থীদের অভিযোগ, বর্তমানে াএসসিতে দেশের নামকরা শিক্ষাবিদ বা শ্ববিদ্যালয়ের স্বনামধন্য কোনো অধ্যাপক নেই, রং অবসর পাওয়া কিছু ব্যক্তিকে দিয়ে াএসসিকে পঙ্গু করে ফেলা হচ্ছে। শিক্ষার্থীরা ভিযোগ করে বলেন, গ্যাটকো মামলা থেকে ক্ষা পাওয়ার জন্য পিএসসির চেয়ারম্যান একটি চাকরি দিতে বাধ্য হয়েছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকল্যাণ ইনস্টিটিউট থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর উভয় পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণী পাওয়া মাহফুজুর রহমান ২৭তম বিসিএস পরীক্ষার প্রথমবার প্রকাশিত ফলাফলে কাস্টমস বিভাগে প্রথম হয়েছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয়বার প্রকাশিত ফলাফলে তিনি অকৃতকার্য হন। মাহফুজ *প্রথম আলোকে* বলেন, 'এটাকে হতাশাজনক অথবা দুর্ভাগ্য বলে উড়িয়ে দিলে চাতুরী ও অন্যায়কে বৈধতা দেওয়া হয়। এই ফলাফল আমি কখনোই মেনে নিতে পারব না।'

মানববন্ধন শেষে এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশে পরীক্ষার্থীরা সৎ, দক্ষ ও যোগ্য লোকদের নিয়ে পিএসসি পুনর্গঠন, নতুন ফলাফল বাতিল ও আগের প্রকাশিত ফলাফলে নিরপরাধ উত্তীর্ণদের নিয়োগসহ ছয় দফা দাবি করেন এবং পিএসসির চেয়ারম্যানের কাছে মোট ২২টি প্রশ্নের উত্তর জানতে চান। সমাবেশ থেকে শিক্ষার্থীরা ১১ অক্টোবর জাতীয় প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করার ঘোষণা দেন।

বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশনের সভাকক্ষে এক সংবাদ সম্মেলনে গত বুধবার প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান ড. সা'দত হুসাইন বলেন, ২৩ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত ২৭তম বিসিএস পরীক্ষার দ্বিতীয় দফার ফলাফলে কোনো অনিয়ম হয়নি। মানববন্ধনকারী পরীক্ষার্থীরা তাঁর এ বক্তব্যকে মিথ্যাচার হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, পিএসসির চেয়ারম্যান বাংলাদেশের প্রশাসনকে মেধাহীন করার ষড়যন্ত্রে যুক্ত হয়েছেন। পিএসসির মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ পদে এমন স্বেচ্ছাচারী ও প্রতিহিংসাপরায়ণ চেয়ারম্যান রাখা উচিত নয় বলেও মনে করেন শিক্ষার্থীরা।

ঢাকা মহানগরের মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড কাউন্সিলের কমান্ডার আমীর হোসেন মোল্লা, কামরাঙ্গীরচর থানার কমান্ডার আব্দুল হাকিম, নিউমার্কেট থানা কমান্ডার ওসমান গনি, মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ আলী, মমতাজ উদ্দিন, লাল মিয়া, ইসমাইল, মজিবর প্রমুখ পরীক্ষার্থী এই মানববন্ধনে অংশ নেন। পরীক্ষার্থীদের মধ্যে সাবরিনা সুমি, জাহিদ, মামুন, নাসির, ফারুক প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।